

## প্রতিকার

- নিয়মিতভাবে পরিমিত ও সুষম খাদ্য প্রয়োগের মাধ্যমে পুষ্টিহীনতা রোধ করা সম্ভব

কখনও কখনও অগভীর পুকুরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার প্রয়োগের ফলে মাছের শরীরে রক্তক্ষরণ হতে পারে এবং পরবর্তীতে লাল দাগ এবং আঁশের গোড়া লাল হয়ে যেতে পারে। অনেক সময় মাছ খাবার না খেলেও চাষী খাদ্য প্রয়োগ বন্ধ করে না। এ অবস্থায় পুকুরের পানি দূষিত হয় এবং মাছের স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

## পরিবেশগত কারণে সৃষ্ট রোগ

- গ্যাসক্রিয়াজনিত কারণে মাছের মড়ক
- অক্সিজেন স্বল্পতার কারণে মাছের মড়ক
- প্ল্যাকটন আধিক্যজনিত কারণে মাছের মড়ক
- ধানের জমিতে রাসায়নিক সার ও অপরিবর্তনশীল কীটনাশক প্রয়োগের ফলে জমি সংলগ্ন পার্শ্ববর্তী নীচু জলাশয়ে মাছের মড়ক
- পাট পঁচানোর সময় পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় ফলে মাছের মড়ক দেখা দেয়
- এছাড়াও আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিল্প কারখানার বর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থা নেই, এসকল বর্জ্য সরাসরি পানিতে নিক্ষেপ করা হয়। ফলে জলজ পরিবেশের দূষণ ঘটে এবং মাছের ব্যাপক মড়ক লক্ষ্য করা যায়

## রোগ প্রতিরোধের নিয়মাবলী

- পানির গুণাগুণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে দৃষ্টি দেয়া
- জলাশয় আগাছামুক্ত রাখা এবং পর্যাপ্ত সূর্যের আলো পড়ার ব্যবস্থা করা
- ৩/৪ বছর পর পর পুকুর শুকানো এবং কাদা সরিয়ে ফেলা
- পুকুর থেকে অবাপ্তিত প্রাণি অপসারণ করা
- উন্নত জাতের সুস্থ, সবল এবং সঠিক সংখ্যক পোনা মজুদ করা
- পরিমিত খাদ্য ও সার সময়মত সরবরাহ করা
- রোগজীবাণুবাহক পাখি বসতে না দেওয়া
- জাল ও অন্যান্য সামগ্রী জীবাণুমুক্ত করে নতুন পুকুরে ব্যবহার করা